তথ্য কমিশন

নিউজ লেটার

ঢাকা ॥ প্রথম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥ জুন-আগস্ট ২০১৪

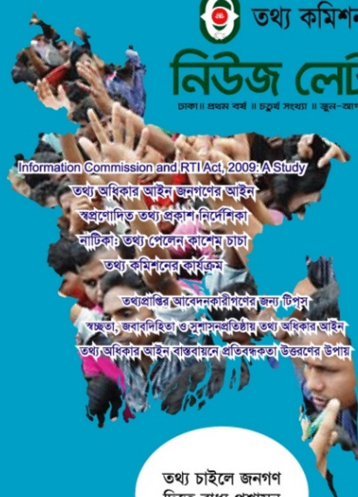

Information Commission and RTI Act, 2009: A Study

তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা

নাটিকা: তথ্য পেলেন কাশেম চাচা

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনকারীগণের জন্য টিপ্‌স

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনপ্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়

তথ্য চাইলে জনগণ
দিতে বাধ্য প্রশাসন

আমাদের কথা

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৪

তথ্য কমিশনের নিয়মিত প্রকাশনা "ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার" এর চতুর্থ সংখ্যাটি "জুন-২০১৪" সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী সেপ্টেম্বর সংখ্যাই হবে যুগপতভাবে ২য় বর্ষশুরু এবং আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৪ সংখ্যা। বিশেষ সংখ্যা হিসেবে এটি বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে।

কাজেই আগ্রহী পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে অনুরোধ, সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লেখা পাঠাতে হলে ১৫ আগস্টের মধ্যেই তথ্য অধিকার বিষয়ক ছড়া-কবিতা, গল্প-প্রবন্ধ, সমালোচনা, মন্তব্য-পরামর্শ ইত্যাদি পাঠাতে পারেন। অনেকেই লেখা পাঠাচ্ছেন কিন্তু তথ্য অধিকারবিষয়ক না হওয়ায় ছাপানো সম্ভবপর হচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।

লেখাসংক্রান্ত যোগাযোগ
shahalambadsha@yahoo.com
pro@infocom.gov.bd

তথ্য অধিকার আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক:

১। তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তথ্য কমিশন-আধাবিচারিক ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র কমিশন। বিচারিক ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের রায়ই-চূড়ান্ত।

২। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ০১/০৭/২০০৯ তারিখের পর বিদ্যমান ও নবসৃষ্ট প্রতিটি দপ্তরে ৬০ দিনের মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যেই তার নাম-পদবী, ইমেইল ঠিকানা, ফ্যাক্স (যদি নম্বর থাকে) তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।

৪। তথ্য অধিকার আইন মেনে চলুন। তথ্য না দিলে অথবা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্যপ্রদানের জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই (ডিও) দায়ী হবেন।

৫। তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন বা কালক্ষেপণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন তিরস্কার ছাড়াও দৈনিক ৫০ টাকা হারে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিংবা দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালুর নির্দেশ দিতে পারে।

৬। ১৯২৩ সালের সরকারী গোপন আইনের ওপর তথ্য অধিকার আইনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাই এখন তথ্যগোপন করলেই বরং শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

৭। বাংলাদেশের নাগরিক কোন দপ্তরের তথ্য জানতে চাইলে ২৪ ঘন্টা বা ২০ কিংবা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেই তা সরবরাহ করতে হবে।

৮। তথ্যপ্রদানে আইনগত অপারগতা থাকলে আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসের মধ্যেই তথ্যপ্রার্থীকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৯। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র এবং আপীল আবেদনগ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) অস্বীকৃতি জানালে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্যপ্রদান করলে পুনরায় কমিশনে সরাসরি অভিযোগ করার বিধান আছে।

১১। তথ্যপ্রার্থীকে তথ্যপ্রদানের পূর্বে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধের জন্য লিখিত নোটিশ দিতে হবে।

১২। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.infocom.gov.bd এবং www.facebook.com/infocombd

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: "তথ্য পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার" এই শ্লোগানে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত হলে, কেন তথ্যজানার জন্য কি দিতে হবে ?

উত্তর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (৪) ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধের বিধান রয়েছে বিধায় তথ্যমূল্য প্রদান করা আবেদনকারীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে সরকার ইচ্ছা করলে ৮ (৫) ধারা অনুযায়ী তথ্যমূল্য প্রদান হতে যে কাউকে অব্যহতি দিতে পারেন।

প্রশ্ন: কোন নথি সচিবালয়ে (মন্ত্রণালয়ে) অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। এ বিষয়ে কেন বিলম্ব হচ্ছে সে বিষয়ে জানার অধিকার তথ্য আইনে আছে কিনা ?

উত্তর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। যেকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এসংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারবেন এবং তার এসংক্রান্ত তথ্যজানার অধিকার আছে।

প্রশ্ন: সাংবাদিক কোন তথ্য জানতে চাইলে তা নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: সাংবাদিক হউন অথবা সাধারণ জনগণই হউন, তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ উল্লেখিত নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করতে হবে।

প্রশ্ন: কোন অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে হবেন, হেড অফিস নিয়োগ না দিলে সে অফিসের অফিসপ্রধান পদাধিকার বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কিনা? নতুবা ঐ অফিসের অন্য কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুসারে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্যসরবরাহের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্যপ্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। কাকে দায়িত্বপ্রাপ্তপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন তা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন বিষয়।

প্রশ্ন: ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপ্রদান না করলে এবং পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে না জানালে কমিশন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? ইতোমধ্যে এমন কোন পদক্ষেপগ্রহণ করেছেন কিনা?

উত্তর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুসারে কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করে থাকলে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারা অনুসারে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করার বিধান রয়েছে। এখন পর্যন্ত তথ্য কমিশন কর্তৃক এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি।

প্রশ্ন: একজন মানুষ একই সঙ্গে সর্বোচ্চ কতটি তথ্য জানতে চাইতে পারবেন? এক্ষেত্রে এমন কোন বিধিনিষেধ আছে কিনা? একজন মানুষ বারেবারে বা কিছুদিন পরপরই তথ্য জানতে চাইতে পারবেন কিনা?

উত্তর: এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। একজন নাগরিক একাধিকবার তথ্য চাইতে পারবেন।

প্রশ্ন: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কোন ট্রেনিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা আছে কিনা? থাকলে আমরা কিভাবে ট্রেনিং পেতে পারি, যদি না থাকে ট্রেনিং প্রোগ্রামের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর: তথ্য কমিশন নিয়মিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য কমিশন এবং বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: তথ্যপ্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তথ্যপ্রকাশের জন্য বাজেট না থাকলে বা বাজেটস্বল্পতার কারণে প্রকাশ করা না হলে, তা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কিনা?

উত্তর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৬ অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার সংশ্লিষ্ট অফিস / সংস্থার তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার করবে। তাই প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের নিজস্ব বাজেটে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবরাদ্দ করা অত্যাবশ্যক। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তা অবশ্যই অপরাধের পর্যায়ে পড়বে।

প্রশ্ন: আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে তথ্য চাইলে কী করার আছে?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করার জন্য বলা যেতে পারে। আবেদনটি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা যায়।

প্রশ্ন: প্রকল্প পরিচালক সরাসরি তথ্যসরবরাহ করতে পারবে কিনা?

উত্তর: প্রকল্প পরিচালক নিজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করলে তথ্যসরবরাহ করতে পারবেন।

<u>তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন</u>

মোহাম্মদ ফারুক

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাষ্ট্রকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই মূলত: তথ্য অধিকার আইনের প্রবর্তন। এ আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যলাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্যসরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। তথ্যজানার অধিকার সমাজের দুর্বলতম ব্যক্তিকেও ক্ষমতায়িত করতে পারে। ফলে এ আইনপ্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব।

০৮/০৫/২০১৪ তারিখে USAID প্রতিনিধিদল সিআইসি'র সাথে সাক্ষাত করেন

তথ্যজানার অধিকার সুশাসনপ্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি হাতিয়ার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং দারিদ্রবিমোচনমূলক কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হবে। মানুষের বাক, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হলো সাংবিধানিক অধিকার। সমাজদেহের সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে হলে, তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের বিকল্প নেই।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এমন একটি আইন, যা প্রয়োগ করে জনগণ সরকারি প্রতিটি দপ্তরের তথ্য জানতে পারে। এই আইন ছাড়া জনগণ অন্য কোন আইনে সরাসরি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের ওপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এ আইনে যুক্তিসংগত তথ্যপ্রদান বাধ্যতামূলক এবং তথ্যগোপন নিষিদ্ধ বিধায় কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মকান্ড ও তৎপরতার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা এড়িয়ে চলতে বাধ্য হয়। এই আইন জনগণকে যেমন করেছে অধিকারসচেতন, তেমনি জনস্বার্থরক্ষার্থে নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে করেছে দায়িত্বসচেতন। দুর্নীতিদমনের কৌশল হিসেবে সারাবিশ্বে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন হয়েছে। এটি এমন একটি আইন, যা প্রয়োগ করে জনগণ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের সুফল ভোগ করতে পারে। সুইডেন (১৭৬৬) থেকে রুয়ান্ডা (২০১৩) পর্যন্ত এই আইন প্রণয়ণকারী রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের কল্যাণরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অর্জনে সহায়তা করছে।

সুশাসনপ্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিরোধ করার সদিচ্ছা থেকেই সরকার এ সাহসী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশন বা সরকারের তথাপি বেসরকারি সংস্থা, সুশীলসমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষক ও সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকার আইনের সুফল পেতে সর্বস্তরের জনগণকে এ আইন এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা, সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়, কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিমোতাবেক সরকারিকার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনদ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের বিধান রয়েছে।

০৭/০৪/২০১৪ তারিখে ভারতীয় হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় সিআইসি'র সাথে সাক্ষাত করেন

জনগণ প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র (আরটিআই) নিকট থেকে বিধিমোতাবেক তথ্যসংগ্রহ করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও আইনের বিধানানুযায়ী তথ্যসরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। তবে তথ্যপ্রদানসংক্রান্ত অন্য বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না অর্থাৎ প্রচলিত সেই বিধানও কার্যকর থাকবে। তবে তথ্যপ্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হলে, সেক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলীই প্রাধান্য পাবে।

৩০/০১/২০১৪ তারিখ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির দু'দিনব্যাপী পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন সিআইসি

আইনটির ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগণকে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারের আন্তরিকতায় তথ্য কমিশন সীমিত শক্তি দিয়ে হলেও এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য কমিশন তথ্যের অবাধপ্রবাহকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনগণের বিভিন্ন অভিযোগ নিস্পত্তি করে জনমনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। [লেখক: প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন]

তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত

স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকা

[তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে প্রণীত]

ঢাকা, ১৯ মে, ২০১৪: তথ্য কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় দেশের সকল তথ্যপ্রদান ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য একটি স্বতঃস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, যা ১৯ মে, ২০১৪ তারিখের কমিশনের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকাটি নিম্নরূপঃ

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার করবে।

০২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এবং তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসারে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক নয়, সেক্ষেত্রে আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

০৩। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

০৪। ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীসহ সংশিষ্ট সকল ব্যবহারকরীগণের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে।

০৫। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যাবলী অবশ্যই ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে বাংলায় প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের কারিগরি দিকসমূহ সরকার অনুমোদিত ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইনের আলোকে প্রস্তুত করতে হবে।

০৬। নাগরিকগণের জন্য প্রদেয় সকল সেবার বিবরণ ও সেবাপ্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

০৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সংগতি রেখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবাপ্রদান করতে হবে।

০৮। কর্তৃপক্ষ বছরে অন্তত একবার তথ্য ও সেবাসম্পর্কিত নাগরিক সভা করবে এবং সভাসম্পর্কিত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

০৯। তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিল ১ এবং ২ এর কলাম ২ এ বর্ণিত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১০। নতুন কোন আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ডকুমেন্ট, রেকর্ড এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি অনুমোদিত হবার সাথে সাথে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১১। ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটের প্রতিটি পাতার উপরের দিকের ডানপাশে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য হালনাগাদের সর্বশেষ তারিখ লিখতে হবে।

১২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকগণের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তিসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৩। কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের নির্দেশিকার আলোকে কতটুকু তথ্য ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তা সংশিষ্ট ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর নিরীক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্টটি প্রতিবছর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে। তথ্য কমিশন অডিট রিপোর্টের আলোকে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

১৪। তথ্য কমিশন প্রতিবছর দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের নির্দেশিকা ব্যবহারের অগ্রগতিবিষয়ক নিরীক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৫। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের নিরীক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৬। মাসিক সমন্বয়সভায় নিয়মিতভাবে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার সাথে সংগতি রেখে কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৮। তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ই-মেইল ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।

১৯। বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত ইনোভেশন টিম স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।

পাঠকের কলাম

‘ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার’ ও কিছু কথা

আমি তথ্য কমিশন নিউজ লেটার-এর ৩টি সংখ্যা; যেমন প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা (‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস সংখ্যা’-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩), দ্বিতীয় সংখ্যা: (‘বিজয় দিবস সংখ্যা-১৬ ডিসেম্বর ২০১৩) এবং তৃতীয় সংখ্যা (‘স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা’ মার্চ ২০১৪) হাতে পেয়েছি। এই যে একটা প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমৃদ্ধ নিয়মিত একটি ত্রৈমাসিক কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে, এটার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তথ্য কমিশন নিউজ লেটার-এর সম্পাদক শাহ্ আলম বাদশা’র অন্য কথায় তথ্য কমিশনের।

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় ছিলো- ‘সম্পাদকের কলাম, ‘ফেসবুক পাতা থেকে পাঠকের মন্তব্য, ‘প্রশ্নোত্তর বিভাগ’ ছাড়াও প্রবন্ধ মোহাম্মদ ফারুক এর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৩, মোহাম্মদ আবু তাহের এর তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা’, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এর ‘তথ্য জানা জনগণের অধিকার’, ফরহাদ হোসেন এর ‘৩ জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার অভিজ্ঞতা’, নেপাল চন্দ্র সরকার এর ‘তথ্য অধিকার আইন: উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নে আইনগত প্রতিবন্ধকতা’ শীর্ষক লেখাগুলো সুলিখিত ও সময়োপযোগী। অনেক কিছু জানলাম যা জানা ছিলো না। প্রথম সংখ্যা থেকে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর ধারাবাহিক প্রকাশনাও সবার কাজে লাগবে বলে আশা করি। ‘তথ্য কমিশন সংবাদ’ নামে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরার প্রয়াসও আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলো যথারীতি ‘সম্পাদকের কলাম ও প্রশ্নোত্তর বিভাগ। সত্যি বলতে কী, প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমেও অনেক অজানা বিষয় জানলাম। প্রবন্ধের মধ্যে মোহাম্মদ ফারুক-এর ‘তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম-এর ‘জনগণ ও তথ্য কমিশন, সম্পাদক শাহ্ আলম বাদশার ‘তথ্যবঞ্চিত জনগণের অভিযোগগ্রহণ এবং তথ্য কমিশনের বিচারিক ক্ষমতা এবং সেলিম শেখ-এর ‘তথ্য অধিকার আইন ও সোনালী রোদের ডানা লেখাগুলোয় নতুনত্ব আছে বৈকি? ‘তথ্য কমিশন সংবাদও নতুন আইনটি সম্পর্কে নতুন কিছু জানিয়ে দিলো।

এবার আসি প্রথম বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যায়। ‘আমাদের কথা’ নামে সম্পাদকের কলাম থেকে স্বাধীনতাদিবস এবং তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা হলো। প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ ‘তথ্য অধিকার আইন: জনগণের আইন-৩ পর্বেও তথ্য অধিকার আইনে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হলো আমার কাছে। মোঃ ফরহাদ হোসেন কতৃক ‘তথ্য কমিশনের ৩ মাসের কার্যক্রম, শাহ্ আলম বাদশা’র ‘তথ্য কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম; ২০১১-২০১৩, নুরুন নাহার এর ‘জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন এবং Md Saifullahil Azam এর An analysis on exemption from disclosure of information in different countries লেখা প্রবন্ধগুলোও ভালো লেগেছে। এবারের ‘তথ্য কমিশন সংবাদ’ তথ্যে বেশ সমৃদ্ধ মনে হলো।

তথ্য কমিশনের পত্রিকাটি তথ্যসমৃদ্ধ এবং চমৎকার। খুবই পরিশ্রম করে লেখাগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন সম্পাদক সাহেব। আমি আশা করবো প্রতি ৩ মাস পরপর যাতে প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পত্রিকাপ্রকাশ সহজসাধ্য কাজ নয়। আমি জানি, একটি পত্রিকার পথচলা সহজ নয়, দুর্গম। এই ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ পেরোতে, সামনে এগিয়ে যেতে আপনাদের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে এদেশের জনগণের ভালোবাসা আর আপনাদের সাহসী উদ্যোমই তথ্য কমিশনের নিউজ লেটার প্রকাশনায় সহায়ক হবে এই আমার প্রত্যাশা।

মাসুদ রানা রাশেদ
নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আলোর মনি, লালমনিরহাট
মোবা: ০১৭৩৫৪৩৮৯৯৯
ই-মেইল: mashudrana_1987@yahoo.com

তথ্যপ্রাপ্তি আমার, আপনার, সবার আইনগত অধিকার

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনপ্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন

নেপাল চন্দ্র সরকার

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন শব্দগুলো পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণভাবে কোন বস্তু স্বচ্ছ কিনা-এমন প্রশ্ন করা হলে প্রথমেই পরীক্ষা করতে হবে তার মধ্যে দিয়ে সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায় কিনা। যদি দেখা যায় তবেই বস্তুটি স্বচ্ছ বিবেচিত হবে। শাসনপ্রক্রিয়া শুধু দেখার বিষয় নয়। এটি আইন/বিধি-বিধানের প্রয়োগ দেখা, বুঝা এবং অনুভব করার বিষয়। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-কোনরূপ গোপন আলোচ্য বিষয় আছে কিনা। যদি গোপন আলোচ্য বিষয় না থাকে, তবে সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে কিনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণার্থে উপস্থাপিত সকল যুক্তি, অনুসরণীয় ও অনুসরিত পদ্ধতি, লেনদেন ইত্যাদি জনগণের পরিদর্শনের/ভেরিফিকেশনের জন্য উন্মুক্ত কিনা, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিবেচ্য। কোন প্রতিষ্ঠানে/কর্তৃপক্ষে কোন কার্যসম্পাদনের জন্য উল্লেখিত শর্তগুলো যদি পূরণ করা হয়, তবেই বলা যাবে যে কাজটি স্বচ্ছভাবে সম্পাদন করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটির কার্যসম্পাদনে স্বচ্ছতা রয়েছে। কাজেই বলা যায়, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদনে কোন গোপনীয় বিষয় বা শর্ত না থাকা এবং অনুসরণীয় নিয়মনীতি, পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে কার্যসম্পাদনপূর্বক পরিদর্শনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখাই হচ্ছে স্বচ্ছতা, যাতে অন্যরা সহজেই দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে যে উক্ত কাজটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে। সংক্ষেপে স্বচ্ছতা হচ্ছে এমনভাবে কার্যসম্পাদন যা অন্যরা সহজেই দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে। এটি হচ্ছে স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা।

স্বচ্ছতার সাথে সাথে জবাবদিহিতার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং স্বচ্ছতা শব্দটির মধ্যেই মতামতপ্রকাশ, যোগাযোগ ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলো অন্তর্নিহিত রয়েছে। জবাবদিহিতা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয় সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ থেকে উত্থাপিত হলে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার সক্ষমতা। এক্ষেত্রে কাজটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুবর্ণিত হতে হবে, কার্যকারককে পর্যাপ্ত সম্পদ (আর্থিক, কারিগরী ও মানবীয়) এবং কর্তৃত্ব দিতে হবে এবং উক্ত কার্যসম্পাদনের ফলে সেখান থেকে প্রতিষ্ঠান কী ফলাফল প্রত্যাশা করে তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এগুলো নিশ্চিত না করে শুধু কাজ করতে বললেই তা সম্পাদিত হবে বলে আশা করা ঠিক নয়। উল্লেখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার পর যাকে যে কাজটির দায়িত্ব দেয়া হবে, তিনি ঐ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিনা এবং কাজটির সাথে যারা জড়িত তাদের কাছে তার অভিগম্যতা আছে কিনা তাও বিবেচ্য। এ সকল শর্তাদি পূরণ করে দায়িত্ব দেয়া হলেই যেকোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব। অন্যথায়, বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতায় নিজের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই প্রয়োজনীয় কর্মপরিবেশ তৈরী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যনির্ধারণপূর্বক কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব দেয়ার পর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত কাজের জন্য উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার সক্ষমতাই হচ্ছে জবাবদিহিতা। সোজা কথায়, কোন কাজ কেন করা হলো তার সন্তোষজনক জবাব দেয়াই জবাবদিহিতা।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যসম্পাদিত হলে তা সমাজে দুর্নীতিহ্রাস ও সুশাসনপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সরকারি- বেসরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠা করা গেলেই সমাজে/রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুষম ব্যবহার সুশাসনের পূর্বশর্ত। এ ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- আদর্শগত, রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি। সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য এ সকল ক্ষমতা এককভাবে বা সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র তার ক্ষমতাপ্রয়োগ করে বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান এবং এদের অধীনস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে জনগণের কল্যাণের জন্য। সাধারণভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহারই হচ্ছে শাসন (Governance) এবং এ শাসন যখন সমাজে/রাষ্ট্রে কল্যাণ বয়ে আনে, তখন তাকে বলা হয় সুশাসন (Good governance)। সরকার জনগণকে সাধারণত দুই ধরনের সেবা দিয়ে থাকে- ১. প্রত্যক্ষ সেবা এবং ২. পরোক্ষ সেবা।

এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে? তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে এমন একটি আইন যার মাধ্যমে জনগণ কতিপয় গোয়েন্দাসংস্থা ব্যতীত দেশের অন্য যেকোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের কাছে কতিপয় ব্যতিক্রমসাপেক্ষে যেকোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই এ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই আইনে দুটি পদ্ধতিতে সরকারি/বেসরকারি তথ্যপ্রকাশের বিধান করা হয়েছে: ১। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ এবং ২। অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রকাশ। স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশের পরিমাণ যত বেশি হবে এবং মাধ্যমসমূহ যত ব্যাপক হবে জনগণ তত সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারবেন। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত হয়নি, এমন প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে হলে নাগরিকগণকে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল করে তা সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যসরবরাহ না করলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে বা নির্ধারিত সময়ে কোন জবাব না দিলে তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি আপীল কর্তৃপক্ষ তথা উক্ত কর্তৃপক্ষের ঠিক উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের নিকট আপীল করতে পারবেন।

তথ্য অধিকার আইন সুশাসনপ্রতিষ্ঠায় কিভাবে সহায়তা করে ?

১. তথ্য অধিকার আইন জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্যসরবরাহ নিশ্চিত করে।

২. প্রয়োজনীয় নথিপত্র, রেজিষ্টার, অফিস, প্রকল্পপরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিত, প্রিন্টেড বা ফটোকপি এবং নমুনাসংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. সরকারি/বেসরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদন করিয়ে নিতে সহায়তা করে।

৫. দাখিলকৃত দরখাস্তের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থাগ্রহণ করেছে, ব্যবস্থাগ্রহণ না করে থাকলে কেন ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি? গৃহীত সিদ্ধান্ত আপনার বিবেচনায় সঠিক না হলে বা আপনার বিপক্ষে হলে এরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণের পিছনে যৌক্তিকতা, সরকারি কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বা সরকারের সাথে চুক্তিসম্পাদন করে কোন কতৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে আপনি জানতে আগ্রহী হলে এ ধরনের সকল তথ্যের জন্য আপনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে আপনার সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করতে পারবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সক্ষম হবেন।

৬. অবাধ তথ্যসরবরাহ নিশ্চিত করে জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সকল সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে দেশে সুশাসনপ্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী করতে সক্ষম হবে ও দেশ থেকে দুর্নীতিনিরসনে সহায়তা করবে।

৭. তথ্য অধিকার আইন দেশের নীতিনির্ধারণী বা সিদ্ধান্তগ্রহণ বা আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করে দেবে এবং এ সকল বিষয়াদি অর্জন সম্ভব হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

[লেখক- প্রাক্তন সচিব, তথ্যকমিশন]

Complaints lodged with Information Commission and RTI Act, 2009: A Study

Md. Saifullahil Azam

The Right to Information Act was enacted in the very first session of the 9th parliament to make provision for ensuring free flow of information and people's right to information. If people's right to information is ensured, transparency, accountability of the public, autonomous and statutory organization shall increase, corruption of the same shall decrease and good governance shall be established. The objective of this study is to analyze the performance standard of the Information Commission with regard to the lodging and disposal of complaints.

The Information Commission i,e the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, may exercise such powers as a civil court may exercise under the Code of Civil Procedure,1908 in respect of the matters related to provide information.[Sec-13(3),RTI Act] The Information Commission is the only commission in Bangladesh which can issue summons, receive evidence on affidavit, try the cases. It is a quasi-judicial body. It can impose fine on Officer-in-Charge(Designated Officer) for refusal to receive any request for information or an appeal without assigning any reason, for failure to provide information,

for providing wrong, incomplete, confusing and distorted information not exceeding more than five thousand taka. The commission can also recommend the concerned authority to take departmental action against the officer.(Sec-27,RTI Act)

Since inception in 2009, the Information Commission received 104 complaints till December, 2011. 44 complaints have been taken cognizance and disposed of after hearing. The rest 60 complaints found defective and have been disposed of by sending letters with some instructions.

In 2012, 202 complaints have been lodged with Information Commission of whom 94 complaints have been taken cognizance and disposed of after hearing. Considering 104 complaints defective, the commission sent letters with instructions while it rejected 4 complaints for nonconformity with the act.

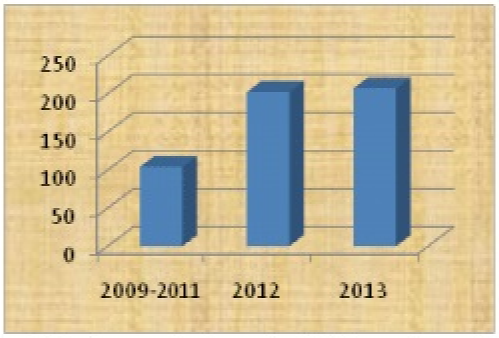

In 2013, the commission received 207 complaints. 116 complaints have been taken cognizance and disposed of after hearing. The commission considered 91 complaints defective. Letters have been issued with directives in 90 complaints and the remaining one was rejected for nonconformity with the act. The data further shows the trend of lodging complaints with Information Commission is increasing. The performance standard of the Information Commission with regard to disposal of complaints is also encouraging and satisfactory.

It is widely believed that smooth implementation of the Right to Information Act will empower people and make public, autonomous and statutory organizations transparent, accountable and corruption free. Finally, it will lead us to achieve good governance.

[Writer:Director(Research, Publication and Training) at Information Commission]

FNF-এর সহযোগিতায় তথ্য কমিশনের প্রথম নাটিকা "তথ্য পেলেন কাশেম চাচা" সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হবে।

নিউজ লেটার সম্পাদক শাহ্ আলম বাদশা রচিত নাটিকাটিতে অভিনয় করেছেন খ্যাতিমান অভিনেতা এ. বি. সিদ্দিক, শাহ্ আলম বাদশা, তারান্নুম-এ-আলম, তামান্না-এ-আলম, সাইফুল্লাহিল আজম প্রমুখ।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯
(২০০৯ সনের ২০ নং আইন)

(পূর্বপ্রকাশের পর)
চতুর্থ অধ্যায়

১১। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।—
(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১২। তথ্য কমিশনের গঠন।—
(১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন মহিলা হইবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) তথ্য কমিশনের কোন পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে তথ্য কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—
(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হইলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন জবাব বা তথ্যপ্রাপ্ত না হইলে;

(ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হইলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;

(চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধজ্ঞাপন বা তথ্যপ্রাপ্তিসম্পর্কিত অন্য যেকোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (Act V of ১৯০৮) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমনজারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্যযাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমনজারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা নির্ধারিত অন্য যেকোন বিষয়।

কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যেকোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) তথ্য কমিশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্যসংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্যপ্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতিনির্ধারণ ও ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্যনির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনাপ্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতাবৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা। (চলবে)

নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি ডাকে, ফ্যাক্সে বা ই-মেইলে নির্ধারিত ছকানুযায়ী তথ্যের জন্য আবেদন করে তথ্য জানুন।

নাটিকা

তথ্য পেলেন কাসেম চাচা!

রচনাঃ শাহ্ আলম বাদশা

(চরিত্র চিত্রণ)

কাসেম ব্যাপারীঃ গ্রামীণ অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত একজন গৃহস্থ।
শিউলীঃ গ্রামের অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত পরিবারের কলেজ পড়ুয়া তরুণী।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
আপীল কর্তৃপক্ষঃ জেলা সিভিল সার্জন

প্রথম দৃশ্য

(গ্রামের রাস্তায় দূর থেকে দেখা যাবে যাত্রীসহ একটি ভ্যান এগিয়ে আসছে। ভ্যানে বসে আছেন কাসেম ব্যাপারী। পথে ভ্যানে উঠবে একই গ্রামের কলেজছাত্রী শিউলী)

শিউলীঃ (কাসেম ব্যাপারীকে পাশে বসা দেখেই) আরে, কাসেম চাচা কেমন আছেন?

কাসেমঃ বড় চিন্তায় আছিরে মা!

শিউলীঃ কেনো চাচা, কী সমস্যা?

কাসেমঃ কিছু তথ্যের লাইগ্যা অনেক দিন ধইরা হাসপাতালে ঘুরতাছি। কিন্তু আমার তথ্যগুলান হেরা দিতাছে না...

শিউলীঃ চাচা, অবশ্যই তথ্য পাবার অধিকার আপনার আছে, আপনাকে তারা তথ্য দিতে বাধ্য।

কাসেমঃ কিন্তু হেরা কয়, হাসপাতালের কোনো তথ্য চাওনের অধিকার নাকি আমার নাই?

শিউলীঃ চাচা, সরকার তথ্য অধিকার আইন জারী করেছে– তা কি জানেন?

কাসেমঃ নাতো মা, সেই আইন দিয়া কী অয়?

শিউলীঃ সেই আইনে আবেদন করলে সরকারি-বেসরকারি অফিসের তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। আবেদন পাবার পর ২০ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেই আপনার তথ্য দিতে তারা বাধ্য।

কাসেমঃ কও কী, মা! খুব ভালা আইন তো? তাইলে তুমি আমার তথ্যগুলান পাবার ব্যবস্থা কইরা দ্যাও না...

শিউলীঃ ঠিক আছে চাচা, আমাদের বাড়িতে চলেন এখন। কিভাবে আবেদন করতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।

২য় দৃশ্য

(এখানে কাসেম ব্যাপারী কর্তৃক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র জমা দেবার দৃশ্য দেখা যাবে।

পরদিন সকালে খুশি মনে শিউলীদের বাড়িতে যাবেন কাসেম বেপারী। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবার শিউলীদের আধাপাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ, টিভি-কম্পিউটার সবই আছে ওদের বাড়িতে।)

কাসেমঃ (খুশিভাব নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন) শিউলী মা, বাড়িত আছোনি...
কাসেমঃ (খেলারত শিউলীর ছোটবোন শেফালীর দেখা পেয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করবেন তিনি।) শিউলী কি বাড়িত আছে?

শেফালীঃ জ্বি, আছে। আমি ডেকে দিচ্ছি–

শিউলীঃ (বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে) আসসালামু আলাইকুম চাচা, আপনাকে আজ খুব খুশি লাগছে যে...

কাসেমঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম। মারে, এইভাতো দেহি খুব কাজের আইন, কী জানি কয়? হ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্ভোকর্তা; তোমার কথামতো তারে দরখাস্ত জমা দিছি। তিনি আমারে ১০দিন পর তথ্য দেওনেরও আশ্বাস দেছেন...

শিউলীঃ ১০দিন পর তথ্য দেবেন? খুব ভালো খবর তো! চাচা আসেন, ভেতরে বসেন..., চা খেয়ে যান।

কাসেমঃ না মা, বসুম না, আজ যাই। বাজারে মেলা কাম আছে। (প্রস্থান)
শিউলীঃ ঠিক আছে, চাচা... (প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(কয়েকদিন পর পথে কাসেম বেপারীর সাথে শিউলীর সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তারা পথে দাঁড়িয়ে কথা বলবে)

শিউলীঃ চাচা, কেমন আছেন?
কাসেমঃ ভালা, তুমি কেমুন আছো মা? দেহা হইয়া ভালাই হইলো– আইজ তুমার কাছে যাইতাম...

শিউলীঃ ভালো আছি। চাচা, তথ্যগুলো পেয়েছেন কি?

কাসেমঃ না মা, ডাক্তার আরো সাতদিন পর যাইতে কইছে...

শিউলীঃ ঠিক আছে চাচা, একটু ধৈর্য ধরেন। চিন্তার কারণ নেই। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(কাসেম বেপারীর বাড়ি। একদিন বিকেলে শিউলী দেখা করতে যাবে কাসেম সরদারের সাথে)

শিউলীঃ (বাড়ির দাওয়ায় বিশ্রামরত দেখে) চাচা, আপনার শরীর কি খারাপ?

কাসেমঃ মাগো, শরীলডা ভালা না। তাই দেখা করতে পারি নাই, আসো, ভেতরে বসো...

শিউলীঃ চাচা, বসবো না। অনেকদিন আপনার খবর না পেয়ে এলাম। আগে বলেন– তথ্যগুলো কি পেয়েছেন?

কাসেমঃ না মা, ডাক্তার সাবের ভাবসাব কিছুই বুঝতাছি না! হেয় কইছে, তদন্ত কমিটি কইরা নাকি আমারে তথ্য দিবো।

শিউলীঃ (বিস্মিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে স্বগোক্তি) আহারে, তথ্য দেবে না তো সরাসরি বললেই পারে; এদ্দিন ঘুরাচ্ছে কেনো? চাচা, হতাশ হবেন না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে সিভিল সার্জনের কাছে আপীলের বিধান আছে। দেখি তিনি কী করেন?

কাসেমঃ (আতঙ্কিত কণ্ঠে) নারে মা, এ্যাতো ঝামলা বাদ দ্যাও। সিভিল সার্জনরে নালিশ করলে আমার যদি ক্ষতি হয়?

শিউলীঃ চাচা, নালিশ বলছেন কেনো, এটাইতো আইন? আর আপনার কেনো, ওই ডাক্তারেরই তো ক্ষতি হবার কথা। তথ্য অধিকার আইনে বলা আছে- যে তথ্য দেয়া যাবেনা- তা ১০দিনের মধ্যেই লিখিতভাবে জানাতে হবে। তা না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই অপরাধ করেছেন!

কাসেমঃ তাই নাকি, মা? হেই ব্যাডার কী শাস্তির বিধান আছে কও দেহি-

শিউলীঃ আপনি তথ্য না পেলে আপীল করবেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ১৫দিনের মধ্যেই আপনার আপীল নিষ্পত্তি করবেন। আবার উল্টাপাল্টা তথ্য দিলেও আপনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন। সেখানে শুনানীশেষে আপনার পক্ষে রায় হলে আপনি তথ্যতো পাবেনই আর তথ্য দিতে বিলম্বের দরুন প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত তার জরিমানা হবে।

কাসেমঃ বাহ্ ভালাই তো! তয় ডাক্তারের শাস্তির দরকার নাই। তথ্যগুলান পাইলেই আমি খুশী। (পর্দা পড়বে)

পঞ্চম দৃশ্য

(এখানে কাসেম ব্যাপারী কর্তৃক আপীল কর্মকর্তার কাছে আপীল পেশের একটি দৃশ্য দেখা যাবে।

আপীল করার পর ১৫ দিনের মধ্যে তথ্যপ্রদানের নির্দেশ দেয়ার বিধান থাকলেও সিভিল সার্জন অনেক বিলম্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য দেয়ার নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে আপীল কর্মকর্তার নির্দেশপ্রাপ্তির তারিখ থেকে ২০ কার্যদিনের মধ্যেই তথ্য দেয়ার নিয়ম থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একমাসেও কাসেম ব্যাপারীকে তথ্য না দিয়ে আবারও হয়রানি করতে থাকেন।

ফলে বিধানুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হন এবং সমন পেয়ে কমিশন আদালতে হাজিরও হন। কিন্তু অভিযোগ দায়েরের পর পরই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে বিভ্রান্তিকর তথ্যসরবরাহ করেছেন বলে কাসেম ব্যাপারী কমিশনে পুনরায় অভিযোগ করেন।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(এখানে তথ্য কমিশনের আদালতে উভয়পক্ষের শুনানীর একটা ভিডিও দৃশ্য দেখা যাবে।

অবশেষে উভয়পক্ষে শুনানীশেষে তার অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৭দিনের মধ্যেই তাকে সঠিক তথ্যপ্রদানের নির্দেশসহ কমিশন ট্রাইব্যুনাল তার পক্ষে রায় দেয়। এমনকি দায়িত্ব অবহেলাপূর্বক বিলম্বে তথ্য দিয়ে হয়রানি করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একহাজার টাকা জরিমানা করে।)

সপ্তম দৃশ্য

কাসেমঃ (ঢাকা থেকে ফিরে কাসেম ব্যাপারী সন্ধ্যায় ছুটে যাবেন শিউলীদের বাড়িতে। শিউলীর পড়ার ঘরে চেয়ারে বসারত অবস্থায় সংলাপ) মা, তুমারে যে কী দিয়া ধন্যবাদ দিয়াম? এ্যাতো সওজে তথ্য পাওয়া যায়, তুমি না কইলে জানবারই পারতাম না!

শিউলীঃ চাচা, এটাতো আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের কর্তব্য। দেরি হলেও আপনি যে তথ্য পাচ্ছেন-এতেই আমি খুশী।

কাসেমঃ কিন্তু আমিতো হের শাস্তি চাই নাই, মা! হেরা শিক্ষিত অইয়াও ক্যান যে হয়রানি করে বুঝিনা-

শিউলীঃ ঠিক বলছেন চাচা। তবে যারা হয়রানি করে, তাদের শাস্তিরও দরকার আছে! আরেকটা ভালো খবর জানেন, চাচা?

কাসেমঃ কী?

শিউলীঃ সরকার ২০১৩ সালে নাইন-টেনের বইয়েও এই আইনটা যুক্ত করে দিয়েছে?

কাসেমঃ (উচ্ছ্বসিত হয়ে) খুব ভালা কাম হইছে! হেরা ছোটত্থন এই আইন শিইখা চাক্রিত ঢুইকা যাইবো আর আমাগো হয়রানিও করতে পারবোনা-

[লেখক: পিআরও, তথ্য কমিশন]

ছড়া কবিতা

তথ্য অধিকার

মোঃ আমিনুল ইসলাম

চিন্তা, বিবেক বাকস্বাধীনতা
থাকলে জনতার
সব অফিসেই কায়েম হবে
তথ্য অধিকার।
দুর্নীতিহ্রাস সুশাসন আর
জবাবদিহিতা
নিশ্চিত চাই সকল কাজে
চাই যে স্বচ্ছতা।
তথ্য অধিকার মেনে চলো সকল প্রতিষ্ঠান
মনে রেখো জনতাই সকল ক্ষমতার প্রাণ।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯
জানতে হবে ভাই
তথ্য চেয়েই দুর্নীতি রোধ
করতে হবে ভাই!
তথ্যগোপন আর করোনা
চাইলে তথ্য জনগণ
দাও দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি
আছো যতো প্রশাসন।
হে জনতা সবাই শোনো একটি কথা আজ
তথ্য চাওয়ার আগেই করো আইনটা জানার কাজ।

তথ্য যেনো ভ্রান্ত না হয়

সুমন আখন্দ

তথ্য দেবো সত্য যাহা
দেখাবো সুন্দর পথ
তথ্য যেনো ভ্রান্ত না হয়
করি সেই শপথ!

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

মো: ফরহাদ হোসেন

তথ্য অধিকার আইন ৫(পাঁচ) বছর আগে ২০০৯ সালে কার্যকর হবার পর এটির বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হলেও তা এখনো যথাযথ পর্যায়ে উপনীত হয়নি। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত তিনমাসে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বাস্তবায়নে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা তুলে ধরা হলো ঃ

৭ মে-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার এম.এ তাহের, তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব, সামরিক সচিব, প্রেস সচিব এবং রাষ্ট্রপতির একান্তসচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করেন এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিগত ১০-০৫-২০১৪ তারিখে কক্সবাজার জেলায় জন-অবহিতকরণসভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার জেলার জেলাপ্রশাসক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম। পরদিন ১১-০৫-২০১৪ তারিখে কক্সবাজার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনসম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম।

বিগত ১৬-০৫-২০১৪ তারিখ থেকে ১৮-০৫-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী যশোর জেলার ৮টি উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। যশোরকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মডেল জেলা বিবেচনা করে এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তথ্য কমিশনার ড.সাদেকা হালিম এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

MRDI-এর সহযোগিতায় তথ্য কমিশন গত ২৫-০৫-২০১৪ তারিখে রংপুর বিভাগীয় প্রশাসনপর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার ওপর একটি সেমিনার আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন, বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: দিলোয়ার বখ্ত এ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ৫-৪-২০১৪ থেকে ৬-৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশন এবং দিশা নামক একটি বেসরকারী সংগঠনের উদ্যোগে মোট ৩৪টি এনজিও'র প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন) মো: আব্দুল করিম এবং পরিচালক (গবেষণা-প্রশিক্ষণ) মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম সেশনগুলো পরিচালনা করেন। আরটিআই সম্পর্কে শুধুমাত্র এনজিও প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এটিই প্রথম।

বিগত ৯-৪-২০১৪ তারিখে শিল্পমন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ১১টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে তথ্যঅবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসম্পর্কিত মতবিনিময়সভা তথ্য কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিল্পসচিব এবং মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মসূচিটি আয়োজনে এমআরডিআই সার্বিক সহায়তা করে।

১৩-০৪-২০১৪ তারিখে এমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নামক একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে একটি ক্লাশ পরিচালিত হয় এবং প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক রিসোর্স পারসন হিসেবে ক্লাশটি পরিচালনা করেন।

বিগত ২১-০৪-২০১৪ তারিখে লালমনিরহাট জেলা সদরে এবং ২২-০৪-২০১৪ তারিখে সদর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। কমিশনের পরিচালক (প্রশা:) মো: আব্দুল করিম এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ আলম বাদশা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দুইটি পরিচালনা করেন। এতে লালমনিরহাট জেলাসদর ও উপজেলাসদরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, পৌরমেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, এনজিও প্রতিনিধি, ইমাম, অন্যান্য ধর্মীয় প্রধান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২২-০৪-২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে তথ্য-অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার এম এ তাহের, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক মো: হাসিবুর রহমান মুকুল এবং জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ।

২৪-৪-২০১৪ তারিখে রাজশাহীতে জন-অবহিতকরণসভা করা হয়। তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম জনঅবহিতকরণসভা পরিচালনা করেন। একই তারিখে এমআরডিআই নামক একটি এনজিও কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ড. সাদেকা হালিম অংশগ্রহণ করেন।

বিগত ২৯-০৪-২০১৪ ও ৩০-০৪-২০১৪তারিখে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল মোট ১৩টি অভিযোগের শুনানীগ্রহণ করে ১১টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করে।

বিগত ১১-০৩-২০১৪ তারিখে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য ১দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কোর্সটির আয়োজন করে এবং কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার জনাব এম.এ তাহের এবং তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন।

১২-০৩-২০১৪ তারিখে এমআরডিআই নামক একটি বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে কৃষিমন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ১৬ টি দপ্তর/সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসম্পর্কিত একটি কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। এ কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং ১৬ টি দপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণসহ কৃষিমন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৬-০৩-২০১৪ তারিখে পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। এতে উপজেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণ, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ, ইমাম, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধাসহ মোট ৭২জন অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেছেন।

বিগত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখে এনজিও এমআরডিআই এর সহযোগিতায় তথ্য কমিশন কর্তৃক বরিশাল বিভাগীয় শহরে আরটিআইসংক্রান্ত একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কশপে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কিছু সুপারিশ গৃহীত হয়। কর্মশালায় তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড.সাদেকা হালিম প্রধান অতিথি এবং বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য কমিশনে বিগত ২৪-০৩-২০১৪ ও ২৭-০৩-২০১৪ তারিখে যথাক্রমে ৮টি ও ৮টি অভিযোগের শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ১৬টি অভিযোগের শুনানী শেষে ৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

৩০-০৩-২০০৯ তারিখে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় ১ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় পুঠিয়ায় কর্মরত কর্মকর্তাগণসহ মোট ৫৭ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশনের সচিব সচিব মো: ফরহাদ হোসেন এবং রাজশাহীর জেলাপ্রশাসক রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে জনসচেতনতাসৃষ্টি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বসচেতন করে তুলতে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলতঃ এ আইনটি জনতার আইন। তাই আইনে প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা গেলে কর্তৃপক্ষগণ কাজে স্বচ্ছ হবেন এবং তাদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

[লেখক: তথ্য কমিশনের সচিব]

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়
ড. মোঃ আঃ হাকিম

১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে শুরু হয়ে ২০১২ সালে ইয়েমেন পর্যন্ত তথ্যের অবাধপ্রবাহ, জনগণের তথ্যজানার অধিকার, তথ্যসংরক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতা এবং তথ্যসরবরাহে তাদের আগ্রহ ও দক্ষতা এই আইনের সঠিক বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ২০০৯ সালে আমাদের দেশে এ আইন কার্যকর হওয়ার পর জনগণের মনে অনেক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় এবং কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা বা উপজেলা কার্যালয় তথ্যপ্রদান ইউনিট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। সকল সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় এসেছে। এমনকি স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদসমূহও তথ্যপ্রদান ইউনিট হিসাবে গণ্য হয়েছে।

আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে, গত ১১/১১/২০১০ তারিখ সারা বাংলাদেশের প্রায় ৪৫০১টি ইউনিয়ন পরিষদে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ মিলে ৯০০২ (নয় হাজার দুই) জন উদ্যোক্তা নিয়োগদান করতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিস্ হেলেন ক্লার্ক এর মধ্যে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। মিস্ হেলেন ক্লার্ক ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চরকুকরী মুকরী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে UISC (Union Information and Service Center) বা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। UISCগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, লেমিনেটিং মেশিন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা হয়। সরকারের এ যুগান্তকারী উদ্যোগ আজ গ্রামেগঞ্জে শহরের সকল সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার এ উদ্যোগের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগণের অনেক শিক্ষার্থীই এখন কম্পিউটার শিখছে, শেখাচ্ছে এবং ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ ও প্রদান করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিকে নিয়মিত কাজে লাগাচ্ছে।

UISC'র প্রসঙ্গ এখানে একারণেই উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, তথ্য অধিকার আইনের ৫ধারা অনুযায়ী তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিই হচ্ছে তথ্যপ্রদান ইউনিটগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। একটি ইউনিটের যাবতীয় তথ্য ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং করে কম্পিউটারে সংরক্ষণ এবং তথ্যের অবাধপ্রচার করার সকল আয়োজন এখন প্রত্যেকটি সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের রয়েছে। সুতরাং আয়োজন অনুযায়ী জনগণের প্রয়োজন মেটাতে পারলেই তথ্য অধিকার আইনের-৬ ধারামতে তথ্যপ্রকাশে সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে তথ্যকে সহজলভ্য করার চ্যালেঞ্জ উত্তরণ সম্ভব। এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনের ব্যাপক প্রচার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তথ্যপ্রদানে ভীতি তিরোহিত করার জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর অধীনে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলার সকল বিভাগের প্রধানগণকে নিয়ে জেলাপর্যায়ে জেলাপ্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্যপ্রদান সেলগঠন;
২. প্রত্যেক জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন;
৩. জেলাপর্যায়ে গঠিত সেল তিনমাসে একবার সভায় মিলিত হয়ে জেলার সকল ইউনিটে তথ্যসংরক্ষণ, সরবরাহ ও প্রচারপদ্ধতি অনলাইনে পর্যালোচনা ও সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করবেন;
৪. তথ্যপ্রদানে সক্ষমতা যাচাই করে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইউনিটগুলোকে পুরস্কৃত করা;
৫. সর্বোপরি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণার্থে এ আইনের প্রচারের জন্য পটগান, গম্ভীরা, নাটিকা ইত্যাদি তৈরি করে বিজ্ঞাপন আকারে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৬. ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের ন্যায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও চর্চাকে জনপ্রিয় করার স্বার্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি পৃথক গ্রুপ চালু করা যেতে পারে। তথ্য কমিশনের সার্ভার স্টেশনকে নিয়ন্ত্রণকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে তথ্যপ্রদান ইউনিটগুলোকে সক্রিয় করা এবং মনিটরিং এর আওতায় আনা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

[লেখক: উপ-পরিচালক(প্রশাসন),তথ্য কমিশন]

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনকারীগণের জন্য টিপস্
মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন

০১. কী/কোন ধরণের তথ্যের জন্য অনুরোধ করবেন আবেদনকারীকে তা নির্ধারণ করতে হবে।
০২. চাহিত তথ্যাদি কোন তথ্যপ্রদান ইউনিটে (অফিসে) আছে/পাওয়া যাবে তা জানা থাকতে হবে।
০৩. লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বা ইমেইলে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুরোধ করতে হবে।
০৪. তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও অভিযোগ দায়ের করার জন্য কোন ফি প্রদান করতে হয় না।
০৫. তথ্যপ্রাপ্তির অনুরোধ তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলের ফরম-'ক' [তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র] মুদ্রিত বা ফরম-'ক' এর নির্ধারিত ফরম্যাট করতে হবে।
০৬. আবেদনে চাহিত তথ্যের বিবরণ স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করতে হবে।
০৭. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে চান তা আবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে।
০৮. চাহিত তথ্যগ্রহণের জন্য তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য প্রদান করতে হবে।
০৯. চাহিত তথ্যগ্রহণের পর প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে।
১০. তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে ২০ কার্যদিবস বা ক্ষেত্রমত ৩০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে হবে।
১১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক) এ উল্লিখিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে হবে।
১২. আপীল তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তিসংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলের ফরম-'গ' (আপীল আবেদন) মুদ্রিত বা ফরম-'গ' এর নির্ধারিত ফরম্যাট করতে হবে।
১৩. আপীলের সাথে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
১৪. আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন প্রতিকার না পেলে বা আপীল কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
১৫. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ এর প্রবিধি ৩ এ উল্লিখিত ফরম-'ক' (অভিযোগ দায়েরের ফরম) অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল করতে হবে।
১৬. অভিযোগ দায়েরের ফরমের সাথে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনের ও আপীলের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
১৭. তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৩, ৭ ও ৩২ বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

[লেখক: প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব]

বিশেষ ঘোষণা

তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের ওয়েবসাইট: www.infocom.gov.bd-তে সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (DO) নাম-ঠিকানা ও ফোননম্বর নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী যারা নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম-ঠিকানা ও ফোননম্বর এখনো তথ্য কমিশনে পাঠাননি, তাদের তা দ্রুত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ জারীর ৬০ দিনের মধ্যেই DO নিয়োগের বিধান রয়েছে।

আর আবেদনকারীদের বলা হচ্ছে যে, সঠিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের অভাবে আপনার তথ্যপ্রাপ্তি অনিশ্চিত ও বিলম্বিত হতে পারে এবং কমিশনে আগত এ ধরণের অভিযোগ আমলেও নেয়া হয় না। তাই এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশন সংবাদ

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতির কাছে ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

ঢাকা, ০৭ মে, ২০১৪: তথ্য কমিশনের চারসদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বুধবার রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করে তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে পেশ করেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট ৭ মে বুধবার বঙ্গভবনে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ পেশ করেন। – পিআইডি

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যরা হলেন— তথ্য কমিশনারদ্বয় যথাক্রমে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম এবং কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন।

সাক্ষাতকালে তথ্য কমিশন প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতিকে কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি তাদের কথা মনযোগসহ শোনেন এবং সন্তোষপ্রকাশ করেন।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে আরো একধাপ

৮ জুন ২০১৪: জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্যপ্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাতে স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার করে সে লক্ষ্যে তথ্য কমিশন গত ১৯ মে তারিখে "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা" অনুমোদন করে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে এটি একটি মাইলফলক। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী প্রতিটি সংস্থা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা তৈরি করবে এবং সে অনুযায়ী তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার করবে। অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে সকল প্রতিষ্ঠান যাতে তাদের তথ্যপ্রকাশ ও প্রচার করে সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৮ জুন একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক।

স্বপ্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকার মূলনীতি হলো, তথ্যের জন্য জনগণ কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে যাবে না বরং প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে জনগণের জন্য তথ্য নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। এই নির্দেশিকার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো, তথ্য অবশ্যই প্রতিবন্ধীসহ সকল ব্যবহারকারীদের উপযোগী হতে হবে, ওয়েবসাইটে নাগরিক সেবার বিবরণ ও সেবা পাওয়ার নিয়মাবলী থাকতে হবে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আইন, বিধি-বিধান, নোটিশ, ম্যানুয়াল, ডকুমেন্ট অনুমোদিত হবার সাথে সাথে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, এই নির্দেশিকা কতটুকু কীভাবে অনুসরণ করা হয়েছে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত ইনোভেশন টিম এই নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবে।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ এ নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য সচেতনতাসৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে জাতীয় বাতায়নের আওতায় দেশের সকল সরকারি অফিসের জন্য ২৪ হাজারের বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এসব সাইটে যাতে এই নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কথা বলেন আলোচকগণ। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের চীফ ইনোভেশন অফিসারগণ নিজ নিজ দপ্তরের জন্য শীঘ্রই নির্দেশিকা তৈরি করে সে অনুযায়ী তাদের ওয়েবসাইটে তথ্যপ্রকাশ করবেন বলে জানান। আলোচকগণ সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্যব্যবস্থাপনা তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর করার পরামর্শ প্রদান করেন যাতে সহজে এগুলো প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সহজ করতে অদূর ভবিষ্যতে সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার তদারকির জন্য অনলাইন ড্যাশবোর্ড চালু করা, তথ্য পাওয়ার আবেদন আরো সহজ করা যেমন অনলাইনে এবং মোবাইলের মাধ্যমে আবেদন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ব্লগ চালুর বিষয়েও আলোকপাত করা হয় এ আলোচনা সভায়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএসএম মাহবুবুল আলম এবং সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের চীফ ইনোভেশন অফিসার (সিআইও), তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, সিনিয়র সাংবাদিক এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করায় পার্বতীপুর বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশ

ঢাকা, ০৯ জুন, ২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে ৮জন অভিযোগকারীর শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

৯ জুন, ২০১৪ এর শুনানীতে ইসলামী ব্যাংক বনাম অভিযোগকারী সাংবাদিক (বাম থেকে)

প্রার্থিত বিভিন্ন তথ্য না দেয়ায় অভিযোগকারীগণ পিএসসি, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এবং মহিলাবিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ইসলামী ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং পার্বতীপুরস্থ ১৬ পদাতিক ডিভিশন বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানীবাস এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক এবং তথ্য কমিশনারদ্বয় মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম শুনানীগ্রহণ করেন।

৬টি মামলার নিস্পত্তি হলেও পিএসসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে সময়প্রার্থনা করলে তাদের সময় আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে অভিযোগকারীদের তথ্যপ্রদানের নির্দেশসহ অভিযোগ দুটোর নিস্পত্তি করা হয়। প্রার্থিত তথ্যসংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজপূর্বক তা নিস্পত্তি করে কমিশন।

৯ জুন এর শুনানীতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিও বনাম অভিযোগকারী (বাম থেকে)

অপরদিকে, অভিযোগকারী পার্বতীপুরস্থ ১৬ পদাতিক ডিভিশন, বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার বিরুদ্ধে মামলা করলে তথ্য কমিশন দ্রুত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পর কমিশনকে জানানোর জন্য ফের নির্দেশ নির্দেশ দেয়।

১০ জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় সিআইসি

ঢাকা, ৬ জুন-২০১৪: আইন ও সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত "১০ জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক বক্তৃতা করেন।

তিনি তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং মানবাধিকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং মানবাধিকারপ্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োগকৌশল তুলে ধরেন।

তিনি শুক্রবার মোহাম্মদপুরস্থ ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন কার্যালয়ে বক্তৃতাকালে একথা বলেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেনসহ অন্যান্য বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

তথ্য অধিকার আইনে বিচারিক কার্যক্রম

৬টি অভিযোগের ৪টি নিস্পত্তি, ২টির সময় মঞ্জুর

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল, ২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে ৬টি অভিযোগের শুনানীশেষে ৪টি অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়। সমনপ্রাপ্তির পর এবং ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তথ্যপ্রার্থীকে তথ্যপ্রদান করায় অভিযোগগুলোর তাৎক্ষণিক নিস্পত্তি হয়।

অপর ২টি অভিযোগের বিবাদীপক্ষ ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সময়প্রার্থনা করায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল তাদের আবেদন মঞ্জুর করে।

৩০/০৪/২০১৪ তারিখে পিএসসি বনাম বিপ্লব কুমার কর্মকার এর শুনানীর দৃশ্য

বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

ইসলামী ব্যাংক বনাম সাংবাদিক দেলোয়ার বিন সিরাজের শুনানীরদৃশ্য

নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিপ্লব কুমার কর্মকার বনাম বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, ঢাকার মঞ্জুরুল হাসান কাজল বনাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশালের জসিম মিয়া বনাম বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ঢাকার ফরহাদ চৌধুরী বনাম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

পূর্ববর্তী রায়ে বিসিএস পরীক্ষার্থীর ভাইভার নম্বর প্রদানের নির্দেশ অমান্য করায় বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের প্রতি তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনাল অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফলে এদিন সরকারি কর্মকমিশন প্রার্থীকে প্রার্থিত ভাইভার নম্বর দ্রুত প্রদানের জন্য কমিশনের নিকট লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করে। এছাড়া, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক তথ্যপ্রার্থী মঞ্জুরুল হাসান কাজলকে তথ্যপ্রদান করায় অভিযোগটির নিস্পত্তি হয়। অন্যদিকে, বরিশালের জসিম মিয়াকে বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ঢাকার ফরহাদ চৌধুরীকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তথ্যপ্রদানের নিশ্চয়তা দেয়ায় তথ্য কমিশন বরিশাল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়।

তথ্য অধিকার আইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

লালমনিরহাট সদরে পৃথক ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

লালমনিরহাট, ২১ এপ্রিল, ২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে লালমনিরহাট জেলাসদরে পৃথক ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। লালমনিরহাট জেলাসদর ও উপজেলাসদরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা,

পৌরমেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, এনজিও প্রতিনিধি, ইমাম, অন্যান্য ধর্মীয় প্রধান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

২২/০৪/২০১৪ তারিখে লালমনিরহাটের প্রশিক্ষণে পরিচালক(প্রশা:) মো: আব্দুল করিম

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামানের সভাপতিত্বে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনীতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জেলা প্রশাসক মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা পুলিশ সুপার টিএম মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাটের সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ আব্দুল করিম এবং তথ্য কমিশনের পিআরও শিশুসাহিত্যিক ও গীতিকার শাহ্ আলম বাদশা।

বক্তাগণ তথ্য অধিকার আইনে সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়ন এবং তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দিয়ে বলেন-দেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রতিরোধ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইন বাস্তবায়নে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২১ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলাপরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

বক্তাগণ তথ্যগোপনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে তথ্যপ্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপরও তারা গুরুত্বারোপ করে জনগণের চাহিদামত তথ্যপ্রদানে সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

পরদিন ২২ এপ্রিল লালমনিরহাট সদর উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তনে দিনব্যাপী অপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশা:)আব্দুল করিম এবং পিআরও শিশুসাহিত্যিক শাহ্ আলম বাদশা বক্তৃতা করেন।

০৫/০৫/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর ৩০টি স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

তথ্য কমিশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের, সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন ও উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) নুরুন্নাহার।

ঢাকা মহানগরীর ৩০টি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এটি ছিল শিক্ষকদের ৬ষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ এবং এপর্যন্ত ১৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালের ৯ম-১০ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সারাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

বক্তাগণ শিক্ষকদের তথ্য অধিকার আইনটি ভালভাবে রপ্ত করে ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে উপযুক্ত পাঠদানের জন্য আহবান জানান। তারা দেশের সকলস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতিরোধে এ আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন।

নিজেদের অনৈক্যই সাংবাদিকদের সংকটের কারণ

—প্রধান তথ্য কমিশনার

ঢাকা, ০৩ মে-২০১৪: প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক বলেছেন, "বিশ্বের কোথাও সাংবাদিকদের মধ্যে বাংলাদেশের মতো বিভক্তি নেই। সাংবাদিকদের নিজেদের অনৈক্যের কারণেই তাদের নানা সংকট তৈরি হয়েছে। এসব সংকট উত্তরণে সাংবাদিকদেরই কৌশল অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।"

৩ মে-২০১৪ 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস-২০১৪'' এর আলোচনাসভায় সিআইসি

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস-২০১৪' (World Press Freedom Day-২০১৪) উপলক্ষে ইয়ুথ জার্নালিস্ট ফোরাম বাংলাদেশ (ওয়াইজেএফবি) আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তানভীর আলাদিন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, দৈনিক সংবাদের বার্তাসম্পাদক কাজী রফিক, বাসসের বিশেষ প্রতিনিধি আইয়ুব ভূইয়া, নতুন বার্তা ডটকমের সম্পাদক সরদার ফরিদ আহমদ, ঢাকা সাব এডিটর কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান মিঞা, ডেইলি অবজারভারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য আকরাম হোসেন হুমায়ুন প্রমুখ।

মোহাম্মদ ফারুক বলেন, সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে তাদের সমস্যাগুলো কেটে যাবে। তিনি বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিকদের শতভাগ পেশাদারিত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান। প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, সুশাসন রচনায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর সৃষ্টিই হয়েছে সমাজের দুর্নীতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠার জন্য। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কার্যকর ভূমিকা খুবই জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নাটক-সিনেমা নির্মাতাদের নৈতিকতা ও সুস্থধারাভিত্তিক বিনোদন মাধ্যম নির্মাণ করতে হবে– প্রধান তথ্য কমিশনার

ঢাকা, ১২ মে-২০১৪: প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক সমাজের বেআইনী ও নৈতিক অপকর্ম দূরীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে নাটক-সিনেমা নির্মাতাদের নৈতিকতা ও সুস্থধারাভিত্তিক বিনোদন মাধ্যম নির্মাণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের মানুষ বিশেষতঃ বিপথগামী যুবশ্রেণীকে সঠিক পথে আনতে এবং মাদকাসক্তিসহ সকল অসামাজিক কর্ম বন্ধ করতে মিডিয়ার সাথে জড়িত সবার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

তিনি ১২ মে সোমবার মিরপুরের ইয়ানতাই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ১৩ পর্বের ধারাবাহিক নাটক 'চৈত্রদুপুর' এর মহরৎ অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে একথা বলেন।

ধারাবাহিক নাটকের লেখক তার নাটকে এর প্রতিফলন ঘটানোরও আশ্বাস দেন।

মোহাম্মদ ফারুক দেশের দুর্নীতিরোধ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আবিষ্কৃত 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' এর মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের কথা উল্লেখ করে বলেন-এ আইনের ব্যাপক-প্রচার-প্রসারে মিডিয়াও এগিয়ে আসতে পারে। তিনি সিনেমা-নাটক শুরুর আগে বা পরে স্ক্রিনে তথ্য অধিকারের শ্লোগান প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সাবেক প্রধান বিচারপতি তোফাজ্জল হোসেন, চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন, সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌস আরা, অভিনেতা মজিবর রহমান দিলু, নাট্যকার আলী আজম বাবলা, নাট্যপরিচালক বশির আহমদ বক্তৃতা করেন। দেশের মিডিয়াজগতের প্রথিতযশা কলাকুশলী, শিল্পী, সংগীতশিল্পীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে মহরৎ অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

তথ্য অধিকার আইনে বিচারিক কার্যক্রম

৭টি অভিযোগের সবগুলোর নিস্পত্তি

ঢাকা, ২৯ এপ্রিল-২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে তথ্যবঞ্চিত ৭জন অভিযোগকারীর অভিযোগের শুনানীশেষে সবগুলো অভিযোগেরই নিস্পত্তি করা হয়। সমনপ্রাপ্তির পর এবং ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে তথ্যপ্রদান করায় অভিযোগগুলোর তাৎক্ষণিক নিস্পত্তি হয়।

বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

বিআইডব্লিউটিসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বামে) এবং অভিযোগকারী (ডানে)

নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে ঢাকার আব্দুল্লাহ আল রায়হান কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা অফিসার হোসাইন মোহাম্মদ এমরান, ঢাকার নির্ভীক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক আ. আ. একরামুল হক কর্তৃক সাতক্ষীরা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কাজী লিয়াকত হোসেন এবং তালা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নুর মোহাম্মদ, কিশোরগঞ্জের মানিক মিয়া কর্তৃক কিশোরগঞ্জ সদরের সহকারী কামশনার (ভূমি) মোঃ নুরুজ্জামান, ঢাকার তারিকুল লিংকন কর্তৃক বিআইডব্লিউটিসি'র পিআরও নজরুল ইসলাম মিশা, দিনাজপুরের শাহদীন মোঃ তারেক কর্তৃক রাজশাহীর ডিসি অফিসের সহকারী কামশনার রায়হান আহমেদ এবং বরিশালের আব্দুল হাকিম কর্তৃক পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমেনা খাতুন এর বিরুদ্ধে তথ্যপ্রদানে অস্বীকৃতি এবং তথ্য কমিশনের নির্দেশিত সময়ে তথ্যপ্রদান না করার অভিযোগ উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাকা, ১১ মার্চ, ২০১৪: তথ্য কমিশনের উদ্যোগে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য কমিশনারদ্বয় মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদুল হক এবং তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন।

বক্তাগণ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত এবং তথ্যপ্রার্থীদের হয়রানী ছাড়াই তথ্যপ্রদানের ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সিআইসিসহ দুই আইসি

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

তথ্য অধিকার আইনে বিচারকার্যক্রম

৯টি অভিযোগের ৪টি নিষ্পত্তি, ৫টির নতুন তারিখ

ঢাকা, ২৪ মার্চ-২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে তথ্যবঞ্চিত ৮জন অভিযোগকারীর শুনানীশেষে তাদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ৪টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়। ট্রাইব্যুনাল সময়প্রার্থনা মঞ্জুর করে বাকী ৫টি অভিযোগের শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে।

২৪/০৩/২০১৪ তারিখের শুনানীতে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী (বাম থেকে)

বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম।

নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের মধ্যে ঢাকার নাজমুস সাকিব কর্তৃক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বিরুদ্ধে কমিশনের নির্দেশিত তথ্য সরবরাহ না করা, ঢাকার ইকবাল হোসেন ফোরকান কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বিরুদ্ধে সমবায় অধিদপ্তরসংক্রান্ত কিছু তথ্য না পাওয়া, ঢাকার মুন্সি মোঃ মহসীন শাহীন কর্তৃক ঢাকার শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজের তথ্যপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়া এবং সিরাজগঞ্জের গোলাম মোস্তফা জীবন কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনের নির্দেশিত তথ্য প্রদান না করার অভিযোগ উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (AIUB) আয়োজিত সভা

"বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯: একটি বিশ্লেষণ"

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল, ২০১৪: তথ্য কমিশন এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (এআইইউবি) এর মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার (সিআইসি) রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ ফারুক এতে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার সমাজ থেকে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করার মাধ্যমে সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠা করতে কার্যকরভাবে তথ্য অধিকার (আরটিআই) আইন ব্যবহারের জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান। এই সমাজকে একটি সভ্য মানবসমাজ হিসেবে সংস্কার করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশে একটি নতুন আইন এবং এই আইন বাস্তবায়ন করতে সময় লাগবে উল্লেখ করে তিনি বলেন- এ আইন বাস্তবায়নে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি দৃষ্টান্তসহ তথ্য কমিশনের বিভিন্ন ভূমিকা তুলে ধরেন। তথ্য কমিশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের কথা উল্লেখ করে তিনি ছাত্র-শিক্ষকসহ শ্রোতাদের কমিশনে এসে তা প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণও জানান।

অন্যান্যের মধ্যে তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাইফুল্লাহিল আজম, এআইইউবি'র মিডিয়া ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান ফারহানা আফরোজ এবং শিল্পকলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক তাজুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

শিল্পমন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ০৯ এপ্রিল, ২০১৪: তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর ও সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে শিল্পমন্ত্রণালয়ের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য কমিশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং এমআরডিআই এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করতে আইনগত বাধা নেই, তা সুনির্দিষ্ট ও সূচিবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয় এবং শিল্পমন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জন্য এ সংক্রান্ত স্থায়ী তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

০৯/০৪/২০১৪ তারিখে শিল্পমন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসভার একাংশে

সভায় জানানো হয় যে, পাইলট প্রকল্প হিসেবে সরকারের ৫টি মন্ত্রণালয়ের জন্য এ ধরণের নীতিমালা প্রণয়ন করে দেয়া হবে যাতে অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসমূহও তা অনুসরণ করতে পারে। এরই অংশ হিসেবে শিল্পমন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এর আগে ১২/০৩/২০১৪ তারিখে কৃষিমন্ত্রণালয়কে নিয়ে তথ্য কমিশনে এ ধরণের স্থায়ী তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

আলোচকগণ জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সহজীকরণ এবং এক্ষেত্রে তাদের হয়রানিরোধে প্রদানযোগ্য তথ্যসমূহকে পৃথকীকরণসহ তথ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকীকরণের প্রয়োজনের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তথ্য কমিশনারদ্বয় যথাক্রমে সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন আব্দুল্লাহ, তথ্য কমিশন সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেন, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান, এমআরডিআই এর উপদেষ্টা ও সাবেক তথ্য কমিশন সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯

জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসভা

ঢাকা, ২২ এপ্রিল-২০১৪: তথ্য কমিশন এবং MRDI'র উদ্যোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব:) মোহাম্মদ ফারুক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড: সাদেকা হালিম, জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড: কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, তথ্য কমিশনের সচিব মো: ফরহাদ হোসেন, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান, এমআরডিআই এর উপদেষ্টা ও সাবেক তথ্য কমিশন সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার প্রমুখ।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং তথ্যপ্রদান ইউনিটকে নিজস্ব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য আহবান জানান।

বক্তাগণ তথ্যগোপনের প্রবণতা পরিহার করে জনগণকে চাহিদামত তথ্যপ্রদানে সর্বাত্মক সহায়তার আহবান জানান।

দুর্নীতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল উদ্ভাবনে তথ্য কমিশন, দুদক এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সমন্বয়সভা

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল, ২০১৪: সর্বগ্রাসী দুর্নীতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাপ্রতিষ্ঠার উপায় এবং কর্মকৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে তথ্য কমিশন, দুদক ও সি এন্ড এজি অফিসের এক সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিন সংস্থার প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। তথ্য কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এ সভায় সভাপতিত্ব প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। এছাড়া বক্তৃতা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মাসুদ আহমেদ, দুদক চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামান, তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ আবু তাহের, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট এর পরিচালক শাহাব ইমাম খান প্রমুখ।

২৩/০৪/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য কমিশন, দুদক ও সি এন্ড এজি অফিসের সমন্বয়সভা

এই গুরুত্বপূর্ণ তিনসংস্থার কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং বিরাজমান দুর্নীতিরোধে তারা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে সভায় কার্যকর কর্মকৌশল ও উপায় উদ্ভাবনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা এবং বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রণয়ণ করা হয়।

Visit of Afgan Delegation to Information Commission

Dhaka, June 02-2014: A fourteen member Afganistan Delegation visited Information Commission on June 02.

The members of the team representing the ''Welfare Association for the Development of the Afganistan'' (WADAN) working of the area of Anti-corruption, Good Governance, Human Rights and Government Empowerment.

During the extensive discussion Chief Information Commissioner Mohammed Farooq briefed the delegation about Right to information Act-2009 and its implementation in Bangladesh. The briefing session was attended by the senior officials of the Commission

সম্পাদক: শাহ আলম বাদশা, যোগাযোগ: E-mail:shahalambadsha@yahoo.com, Phone: 029137332
প্রকাশনায়: তথ্য কমিশন, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: wwwinfocom.gov.bd এবং ফেসবুক: www.facebook.com/infocombd